মুজিবনগরে গুড নেইবারসের বিশেষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্যাম্পেইন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গুড নেইবারস বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপির উদ্যোগে বিশেষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর অফিস প্রাঙ্গণে এ বিশেষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। সিডিপি ম্যানেজার বিপুল রেমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গাইনাকোলজিস্ট ডা. সিনথিয়া আফরিন সিমি, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এম. এম. জাহিদুল ইসলাম, এনজিও প্রতিনিধি জন অমৃত মণ্ডল, সিডিপির ম্যানেজার (এডমিন) ভিক্টর টিজ্যা এবং মেডিকেল অফিসার আসিফ হাসান ভূঁইয়া সহ গুড নেইবারস মেহেরপুরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গুড নেইবারস মেহেরপুর সিডিপির হেলথ অফিসার আহসানুল হক।

ক্যাম্পেইনের মূল কার্যক্রমের মধ্যে ছিল মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা, স্বল্পমূল্যে গাইনি ও মেডিসিন রোগী দেখা, কমিউনিটির জন্য ৩০% ছাড়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পুষ্টি প্যাকেজ সরবরাহ এবং ৪০% ছাড়ে নির্দিষ্ট ওষুধ সরবরাহ।

গুড নেইবারস বাংলাদেশ জানায়, এ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কমিউনিটির মধ্যে সুলভ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি এবং পুষ্টি জ্ঞান সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

মেহেরপুরের নাসিমা আনিস পেলেন

বাংলা একাডেমির কথাসাহিত্য পুরস্কার

মেহেরপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জন্য আজ এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। জেলার কৃতি কথাসাহিত্যিক নাসিমা আনিস অর্জন করলেন দেশের অন্যতম সম্মানজনক স্বীকৃতি— বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫। তিনি এবার কথা সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেলেন।মেহেরপুরে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কথা সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার অর্জন করছেন। এ অর্জন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং মেহেরপুরবাসীর জন্য এক অনন্য সম্মান ও আনন্দের উপলক্ষ।

নাসিমা আনিস মেহেরপুরের মুজিবনগরের ঐতিহ্যবাহী বল্লভপুর গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হাবিব আনিসুর রহমানের সহধর্মিণী। পারিবারিকভাবেও তাঁদের সন্তানরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ইতিপূর্বে মেহেরপুরের লেখক রফিকুর রশীদ শিশু সাহিত্যে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০২১)পান।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫ তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এবার ৯ জনকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে অমর একুশে বইমেলা-২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখায় ৯ বিশিষ্টজনকে এই পুরষ্কার তুলে দেন ।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫ প্রাপ্তরা হলেন-কথাসাহিত্যে নাসিমা আনিস; প্রবন্ধ/গদ্যে সৈয়দ আজিজুল হক; শিশুসাহিত্যে হাসান হাফিজ; অনুবাদে আলী আহমদ; গবেষণায় মুস্তাফা মজিদ ও ইসরাইল খান; বিজ্ঞানে ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী ও মুক্তিযুদ্ধ মঈদুল হাসান।

কথাসাহিত্যে নাসিমা আনিসের অবদান দীর্ঘদিনের। তাঁর রচনায় উঠে এসেছে সমাজবাস্তবতা, মানবিক টানাপোড়েন, নারীর আত্মসংগ্রাম ও সময়চেতনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। “কাঞ্চনের জন্য ভালোবাসা”, “চন্দ্রভানুর পিনিস”, “বৃহন্নালা বৃত্তান্ত”, “সূর্য ওঠার সময়”, “কুয়াশা কুয়াশা ভোর”, “স্বপ্ন আমার বাঁচবো”, “মোহিনীর থান”, “কিডনির কারবার” প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁর গল্প “কয়লা নামে কোনো জায়গা নেই” সমকালীন সাহিত্যে একটি

গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত।

তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে অনার্সসহ এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ঢাকার ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি শিক্ষকতা জীবনে তিনি অসংখ্য শিক্ষার্থীর প্রেরণার উৎস ছিলেন।

উল্লেখ্য, এর আগে তিনি বাংলা একাডেমি প্রদত্ত ‘আবু রুশদ সাহিত্য পুরস্কার’ লাভ করেন (২০২৪), যা তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিকে আরও দৃঢ় করেছে।

মেহেরপুরবাসীর পক্ষ থেকে কথাসাহিত্যিক নাসিমা আনিসকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তাঁর সাহিত্যসাধনা আরও সমৃদ্ধ হোক, বাংলা সাহিত্য ভান্ডার তাঁর কলমে হোক আরও আলোকিত—এই প্রত্যাশা রইল।

মেহেরপুরে স্ত্রী হত্যায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার দায়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলা গ্রামের রেজাউল ইসলামকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মো. গোলাম কবির এ রায় ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তাকে এক লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালতের নথি অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলা গ্রামে নিজ স্ত্রী জাহানারা খাতুনকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন রেজাউল ইসলাম। হত্যাকাণ্ডের পর ঘটনাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে লাশ গোপন ও স্বাভাবিক মৃত্যুর গল্প

দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়।

পুলিশি তদন্তে ঘটনাস্থল থেকে গুরুত্বপূর্ণ আলামত উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে নিহত নারীর মৃত্যুর কারণ হিসেবে শ্বাসরোধে হত্যার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উঠে আসে। পাশাপাশি প্রতিবেশী ও স্বজনদের সাক্ষ্য এবং আসামির আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি অপরাধ প্রমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিতে রেজাউল ইসলাম জানান, বিবাহের ২৫ বছর পরও স্ত্রীর পরকীয়া সংক্রান্ত সন্দেহ ও পারিবারিক বিরোধের জেরে তিনি এ হত্যাকাণ্ড ঘটান। প্রথমে ঘটনাটি আড়াল করার চেষ্টা করলেও পরে সত্য স্বীকার করেন।

রায় ঘোষণার পর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী, পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ যথাযথভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হওয়ায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত হয়েছে।

গাংনীতে ২৪টি পরিবারের মাছ ধরার জাল পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

রাতের আঁধারে ২৪টি পরিবারের স্বপ্ন ও আয়ের উৎস পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। প্রায় তিন লাখ টাকার মাছ ধরার জাল আগুনে পুড়ে যায় বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

ঘটনাটি গত বুধবার মধ্যরাতে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মটমুড়া ক্লাব বাজার এলাকায় ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত মাছ ব্যবসায়ী মফিজুল ইসলাম বলেন, “আমরা ২৪টি পরিবার একসঙ্গে মাছ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। আমাদের সংসার এই জালের ওপর নির্ভরশীল। অথচ কারা যেন রাতের আঁধারে আমাদের জালগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে। এখন আমরা কী খাবো, কীভাবে আয় করবো? নতুন করে জাল কিনতে বর্তমানে প্রায় চার লাখ টাকা লাগবে। যদি আমাদের ওপর কারও এত রাগ

থাকতো, তাহলে আমাদের গায়ে আঘাত করলেও সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু এত বড় ক্ষতি কীভাবে সামাল দেবো?”

আরেক মাছ ব্যবসায়ী মহিবুল হোসেন বলেন, “আমরা ঋণ নিয়ে দুটি জাল কিনে মাছের ব্যবসা করি। কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি ২৪টি পরিবার এই জালের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করি। যতদিন পর্যন্ত নতুন জাল কেনার টাকা জোগাড় করতে না পারবো, ততদিন আমাদের বসে থাকতে হবে। তাই অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।”

এ ঘটনায় এলাকায় চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। আগুনে পুড়ে যায় বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

ঘটনাটি গত বুধবার মধ্যরাতে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মটমুড়া ক্লাব বাজার এলাকায় ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত মাছ ব্যবসায়ী মফিজুল ইসলাম বলেন, “আমরা ২৪টি পরিবার একসঙ্গে মাছ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। আমাদের সংসার এই জালের ওপর নির্ভরশীল। অথচ কারা যেন রাতের আঁধারে আমাদের জালগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে। এখন আমরা কী খাবো, কীভাবে আয় করবো? নতুন করে জাল কিনতে বর্তমানে প্রায় চার লাখ টাকা লাগবে। যদি আমাদের ওপর কারও এত রাগ থাকতো, তাহলে আমাদের গায়ে আঘাত করলেও সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু এত বড় ক্ষতি কীভাবে সামাল দেবো?”

আরেক মাছ ব্যবসায়ী মহিবুল হোসেন বলেন, “আমরা ঋণ নিয়ে দুটি জাল কিনে মাছের ব্যবসা করি। কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি ২৪টি পরিবার এই জালের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করি। যতদিন পর্যন্ত নতুন জাল কেনার টাকা জোগাড় করতে না পারবো, ততদিন আমাদের বসে থাকতে হবে। তাই অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।”

এ ঘটনায় এলাকায় চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

জনবিরোধী সকল কার্যক্রম বন্ধ করা হবে: এমপি তাজউদ্দীন খান

সকলকে সঙ্গে নিয়ে মেহেরপুরে জনবিরোধী সকল কার্যক্রম বন্ধ করা হবে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর-১ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য তাজউদ্দীন খান।

বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, প্রিয় দেশটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চাই। তারই অংশ হিসেবে এই হাসপাতাল পরিষ্কার অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

পাশাপাশি তিনি হাসপাতালের চিকিৎসক সংকট দূরীকরণ এবং নতুন ভবন দ্রুত চালুর আশ্বাস দেন। এছাড়াও হাসপাতালকে দুর্নীতি ও দালালমুক্ত করার ঘোষণা দেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. বুলবুল কবীর, জেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানাসহ জামায়াতের নেতাকর্মীরা। তারা হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে মেধায় ৭৬, সাধারণে ১৬২ জনের বৃত্তি লাভ, জেলায় সেরা সন্ধানী

২০২৫ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করেন আ ন ম এহছানুল হক মিলন। এ বছর দেশের ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে মোট ৪৬ হাজার ২০০ জন

সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ৩ জন, এইচ.বি. সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ৪ জন, বেতবাড়িয়া সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন, গাংনী পাইলট (মডেল) সেকেন্ডারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ৯ জন, বাওট সোলাইমানী সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন, জোড়পুকুরিয়া সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ৬ জন, গারাডোব সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন, সাহেবনগর সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ৪ জন, বাদিয়াপাড়া মহব্বতপুর সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ৩ জন, যুগীরগোফা সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন, রায়পুর সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ৩ জন, কুমারিডাঙ্গা সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন, তেঁতুলবাড়িয়া ইসলামিয়া সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ২ জন, ভাটপাড়া সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন, গাংনী প্রি-ক্যাডেট অ্যান্ড জুনিয়র হাই স্কুল থেকে ৩ জন, বাঁশবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৬ জন ও আরও ৩ জন, এম.এইচ.এ. সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল থেকে ১ জন এবং মোহাম্মদপুর আদর্শ হাই স্কুল থেকে ১ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি অর্জন করেছে।

মুজিবনগর উপজেলায় মেধাবৃত্তিতে জয়পুর তারানগর হাই স্কুল থেকে ২ জন, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১ জন, দারিয়াপুর সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল থেকে ১ জন এবং গোপালনগর গার্লস স্কুল থেকে ২ জন শিক্ষার্থী কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সাধারণ বৃত্তিতে জয়পুর তারানগর হাই স্কুল থেকে ৩ জন, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৪ জন, বাগোয়ান সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ২ জন, আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমি থেকে ২ জন, মহাজনপুর সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ১ জন এবং গোপালনগর গার্লস স্কুল থেকে ১ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে।

এ সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে সংশ্লিষ্টরা জানান, এ ফলাফল অর্জনে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি সন্ধানী সংস্থা কৃতজ্ঞ।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের মাসিক

কল্যাণ সভা

মেহেরপুর জেলা পুলিশের আয়োজনে মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। কল্যাণ সভায় জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত সমস্যার বিষয়গুলো পুলিশ সুপারের কাছে তুলে ধরেন।

পুলিশ সুপার তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকটি সমস্যার সমাধান করেন এবং অন্যান্য বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় তিনি উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনে সততা, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। এছাড়া জেলা থেকে বিভিন্ন সময়ে পিআরএল (অবসরোত্তর ছুটি) গমনকারী পুলিশ সদস্যদের বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল)সহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জনপ্রতি ফিতরা ১১০ টাকা, সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা নির্ধারণ

মেহেরপুরে চলতি বছরের জন্য জনপ্রতি সর্বনিম্ন ফিতরা ১১০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখা বাজার মনিটরিংয়ের মাধ্যমে এ হার নির্ধারণ করে।

বুধবার দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় ফিতরা ও জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওহাব, দপ্তর সম্পাদক জামাল উদ্দিন, সহ-দপ্তর সম্পাদক ইদ্রিস আলী, সাইফুর ইসলাম, আব্দুর রহমানসহ স্থানীয় মুসল্লিগণ।

সভায় জানানো হয়, স্থানীয় বাজারদর বিবেচনায় শরিয়াহসম্মতভাবে এ হার নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ফিতরা আদায়ের জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরে জাটকা বিক্রি ও অবৈধ মাটি কাটায় জরিমানা

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারমূল্য ভোক্তাদের কাছে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও বাজার মনিটরিং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে বড়বাজার মাছের আড়তে অভিযান চালানো হয়। এ সময় জাটকা মাছ বিক্রির অপরাধে একজন বিক্রেতাকে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ এর ৫(১) ধারায় ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া ১১ কেজি ২০০ গ্রাম জাটকা জব্দ করে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার জিম্মায় সরকারি শিশু পরিবারে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

এরপর হাসপাতাল রোড এলাকায় পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ফোর্সসহ চোরাচালানবিরোধী টাস্কফোর্স অভিযান

পরিচালনা করে ১২টি যানবাহন তল্লাশি করা হয়।

একই দিনে আমঝুপি ইউনিয়নের রামনগর এলাকায় অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগে ঘটনাস্থলে গিয়ে একজনকে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ১৫(১) ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবীর আনসারীর নেতৃত্বে কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, মেহেরপুর ও মেহেরপুর পুলিশ ফোর্সের সমন্বয়ে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ হাটে বাজার মনিটরিং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে পোল্ট্রির দোকানে মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৩৯ ধারা এবং কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর ১৯(১) এর ঙ ধারায় দুই ব্যবসায়ীকে ৫০০ টাকা করে মোট ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, বাজার স্থিতিশীল রাখতে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার প্রথম মাস্টার মাইণ্ড মুকুল ইসলাম গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে সাইবার সুরক্ষা আইনে দায়ের হওয়া জেলার প্রথম মামলার অন্যতম আসামি ও জেলা ব্যাপী অনলাইন ক্যাসিনো কারবার ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত কোমরপুর গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে মুকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ১২টার দিকে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী।

ডিবি পুলিশ সূত্র জানায়, সম্প্রতি কার্যকর হওয়া সাইবার সুরক্ষা

আইন ২০২৫-এর আওতায় মেহেরপুর জেলায় দায়ের হওয়া প্রথম মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি ছিলেন মুকুল ইসলাম। ওই মামলায় মোট ১৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকেও আসামি করা হয়েছিল।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘সাইবার আইনে দায়ের হওয়া মামলার পলাতক আসামি হিসেবেই মূলত মুকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের সময় জব্দ করা মোবাইল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনলাইন জুয়া বা অবৈধ লেনদেনের কোনো ট্রেস পাওয়া গেলে নতুন আরেকটি মামলা দায়ের করা হবে। অন্যথায় বিদ্যমান মামলাতেই তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।’

সাইবার মামলার নথি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৩ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মুজিবনগর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়া ও অর্থপাচার চক্রের তিন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। পরে তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আরও ১৬ জনের নাম উল্লেখ করে সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৫-এর ২০(২), ২৪(২) ও ২৭(২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়।

নথিতে উল্লেখ করা হয়, চক্রটি মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়াসহ আশপাশের এলাকায় অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-লেনদেনের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছিল। আন্তর্জাতিক অনলাইন ক্যাসিনো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তারা দেশি-বিদেশি অর্থপাচারে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। বিকাশ, নগদ, রকেট ও উপায় অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কোটি টাকার লেনদেনের পাশাপাশি ফেসবুক ও টেলিগ্রাম গ্রুপে দ্রুত আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলার অভিযোগও রয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, ‘অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্টদের বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পুলিশ জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। চিহ্নিত অপরাধীদের ধরতে জেলা ব্যাপী অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

কে এই মুকুল ইসলাম

অনুসন্ধানে জানা যায়, মেহেরপুর জেলায় অনলাইন জুয়া ছড়িয়ে পড়ার পেছনে যাদের নাম আলোচিত, মুকুল ইসলাম তাদের অন্যতম। শুধু মেহেরপুর নয়, বাংলাদেশে অনলাইন ক্যাসিনোর শুরুর দিকেই গুটিকয়েক

ব্যক্তির মধ্যে তিনিও একজন এজেন্ট হিসেবে যুক্ত হন। করোনাকালে অনলাইন জুয়াড়ীদের হাতে খড়ি দিতেন এই মুকুল।

আরও জানা গেছে, নুরুল মাস্টার ও জামান মাস্টারের অর্থায়ন ও এজেন্ট সিম ব্যবহার করে মুকুল ইসলাম এবং ওয়াসিম হালদার মেহেরপুর জেলায় প্রথম অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্টশিপ পরিচালনা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে মুকুল নিজেই জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়লে নুরুল ও জামান তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

এরপর বিভিন্ন ব্যক্তিকে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট চ্যানেল দেওয়ার নামে প্রতারণা করে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। প্রতারণার অর্থ দিয়ে জুয়া খেলতে গিয়ে একপর্যায়ে তিনি তার অবৈধ উপার্জনে অর্জিত সম্পদ বিক্রি করলেও এখনো অনলাইন জুয়ার চক্র থেকে বের হতে পারেননি।

হুমকি দিয়েছিলেন মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদককে

মেহেরপুর প্রতিদিনে অনলাইন জুয়া নিয়ে সংবাদ প্রকাশ শুরু হলে। প্রথম সংবাদের মুকুল ইসলাম নাম জড়িয়ে পড়ে। প্রথম সংবাদ প্রকাশের দিনই তিনি মোবাইল ফোনে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদককে হুমকি দেন এবং বলেন আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকেন। আপনি কিভাবে আমার বিরুদ্ধে নিউজ করেছেন আমি দেখতে চাই। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে মুকুল আত্মগোপনে চলে যায়।